কোরআন শিখা ও শিখানোর ফযীলত

24-June-2021

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি জন্যই হয়। **ফতোওয়ায়ে শামীতে** বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ পাকের** যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اِنَّ اللّٰهَ وَكَّلَ بِقَبْرِیْ مَلَكًا اَعْطَاهُ اَسْمَاعَ الْخَلَائِقِ فَلَا يُصَلِّیْ عَلَیَّ اَحَدٌ اِلٰی يَوْمِ الْقِيَامَةِ اِلَّا اَبْلَغَنِیْ بِاِسْمِهٖ وَاِسْمِ اَبِيْهِ هٰذَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ قَدْ صَلّٰی عَلَيْكَ অর্থাৎ নিশ্চয় **আল্লাহ পাক** একজন ফিরিশতা আমার কবরে নিযুক্ত করেছেন, যাকে সমস্ত সৃষ্টির আওয়াজ

www.dawateislami.net

শুনার ক্ষমতা দান করা হয়েছে, ব্যস কিয়ামত পর্যন্ত যে ব্যক্তি আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করবে তবে সে আমাকে তার এবং তার পিতার নামসহ উপস্থাপন করবে (যে,) অমুকের ছেলে অমুক আপনার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করেছে। (মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ১০/২৫১, হাদীস ১৭২৯১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। (জামেয়ে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস ১২৮৪) **হে আশিকানে রাসূল!** প্রতিটি কাজের পূর্বে ভাল ভাল নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভাল নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভাল ভাল নিয়্যত করে নিন! যেমন; নিয়্যত করুন! ☞ ইলম শিখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালিন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের নিকট পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজ আমাদের বয়ানের বিষয়বস্তু হলো **"কোরআন শিখা ও শিখানোর ফযীলত"**, যাতে আমরা সাহাবায়ে কিরামের কোরআন শিখার ঘটনাবলী, কোরআনে করীম শিক্ষা অর্জনকারীতের হালকা, কোরআনে করীম শিখানোর সাওয়াব, কোরআনে আহকামের উপর আমল না করার পরকালীন ক্ষতি, কোরআন ও হাদীসে বর্ণনাকৃত তিলাওয়াত কারীদের ফযীলত, কোরআন তিলাওয়াত সম্পর্কীত বুযুর্গানে দ্বীনদের ঘটনাবলী এবং আরো অনেক উত্তম পয়েন্ট শিখার

www.dawateislami.net

সৌভাগ্য অর্জন করবে। **আল্লাহ পাক** যেনো সম্পূর্ণ বয়ান ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে শুনার সৌভাগ্য নসীব হয়ে যায়। আমিন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

গভর্নর পদের উপর কোরআনে পাকের শিক্ষাকে প্রাধান্য দিলেন

আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর খেলাফতকালে যখন শাম দেশ (Syria) বিজয় হলো তখন হযরত যায়িদ বিন আবু সুফিয়ান رَضِیَ اللهُ عَنْهُ হযরত ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে চিঠি লিখলেন যে, সিরিয়াবাসীদের আধিক্যের কারণে কয়েকটি শহর আবাদ হয়ে গেছে, এখানে এমন লোকের অধিক প্রয়োজন, যারা তাদেরকে কোরআনে পাকের শিক্ষা দিবে এবং প্রয়োজনীয় দ্বীনি মাসআলা শিখাবে, অতএব আপনি এরূপ লোকের মাধ্যমে আমাকে সাহায্য করুন, যারা পড়ানোর সক্ষমতা রাখে। সুতরাং এই মহান কাজের জন্য দু'জন সাহাবায়ে কিরাম অর্থাৎ হযরত মুয়াজ বিন জাবাল এবং হযরত উবাদা বিন সামিত رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا নিজেদের উপস্থাপন করলেন। (তাবকাতে ইবনে সাআদ, ২/২৭২) তবে যখন তাঁদের সাথে হযরত আবু দারদা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ আমীরুল মুমিনীন رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে মদীনা শরীফ ছেড়ে সিরিয়ায় যাওয়ার অনুমতি চাইলেন, তখন তিনি মানলেন না, অতঃপর হযরত আবু দারদা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর জোড়াজোড়িতে এই শর্তে সাথে যাওয়ার অনুমতি দিলেন যে, সেখানকার গভর্নর হয়ে যান কিন্তু হযরত আবু দারদা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ গভর্নর হওয়াও কবুল করলেন না এবং আরয করলেন: আমি সিরিয়ায় এই জন্যই যেতে চাই, যাতে সেখানকার মানুষকে **আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাত শিখাবো এবং তাদেরকে সুন্নাত অনুযায়ী নামায

www.dawateislami.net

পড়াবো। অতএব তাঁর নেকীর দাওয়াত প্রসার করার প্রেরণা দেখে আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ আর না করতে পারলেন না এবং অবশেষে তাঁকে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করে দিলেন।

(তারিখে ইবনে আসাকির, ৪৭/১৩৫, নম্বর ৫৪৬৪)

যাত্রার পূর্বে হযরত ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এই তিনজন মনিষীকে বললেন: হামাস শহর থেকে শুরু করবেন, সেখানে আপনারা মানুষের ভিন্ন স্বভাব পাবেন, যেমন; কিছু লোক খুবই দ্রুত কোরআন শিক্ষা অর্জন করে নিবে। যখন আপনারা দেখবেন যে, লোকেরা সহজেই শিক্ষা অর্জন করছে তখন একজন তাদের নিকট থেকে যাবেন, একজন দামেশক আর তৃতীয়জন ফিলিস্তিন চলে যাবেন। অতএব এই তিন মনিষী হামাস আগমন করলেন এবং এতদিন সেখানে ছিলেন যে, সেখানকার লোকদের শিক্ষায় সন্তুষ্ট হয়ে গেলেন। হযরত উবাদা বিন সামিত رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সেখানে রয়ে গেলেন, হযরত আবু দারদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ দামেশকের দিকে চলে গেলেন আর হযরত মুয়াজ বিন জাবাল رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ফিলিস্তিনের দিকে চলে গেলেন।

(তাবকাতে ইবনে সাআদ, ২/২৭২)

সিরিয়াবাসীদের প্রতি সবচেয়ে বড় দয়া

হে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইত! প্রসিদ্ধ সাহাবীয়ে রাসূল আবু দারদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর অন্তরে মানুষকে কোরআনে করীমের শিক্ষা দ্বারা সমৃদ্ধ করা এবং সুন্নাত শিখানোর কিরূপ মহান প্রেরণা বিদ্যমান ছিলো যে, এই কাজের জন্য মদীনা মুনাওয়ারার বসন্তময় পরিবেশ ছেড়ে সিরিয়ায় সফর করলেন। যদিও নেকীর দাওয়াত এবং ফয়যানে কোরআনকে প্রসার করাতে অন্যান্য সাহাবায়ে কিরামও عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان অধিক পরিমাণে অংশগ্রহণ করতেন কিন্তু হযরত আবু দারদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ঐ মনিষী,

যিনি সিরিয়ার অধিবাসীদের একটি অংশকে কোরআনে করীম পাঠ করা শিখিয়েছেন।

কোরআনে করীম শিক্ষা অর্জনকারীদের হালকা

জামে মসজিদ দামেশকে ফজরের নামাযের পর প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ হযরত আবু দারদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর খেদমতে উপস্তিত হয়ে কোরআনে পাক পাঠ করতেন। হযরত আবু দারদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ মানুষের আধিক্যের কারণে ১০, ১০জন করে হালকা বানিয়ে রেখেছিলেন, যাদের মধ্যে একজন নিগরান ও যিম্মাদার নিযুক্ত ছিলো। সেই নিগরান তাদেরকে পড়াতো এবং হযরত আবু দারদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ মেহরাবে দাঁড়িয়ে সবার উপর দৃষ্টি রাখতেন, যখন কোন ব্যক্তি ভূল (Mistake) করতো তখন হালকা নিগরান তাদের সংশোধন করতো আর যখন কোন হালকা নিগরান ভূল করতে দেখতেন তখন হযরত আবু দারদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তাকে সংশোধন করে দিতেন। একবার হযরত আবু দারদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তাঁর এক শাগরেদকে কোরআনে করীম পাঠকারীদের সংখ্যা গননা করার আদেশ দিলেন, তখন পাঠকারীদের সংখ্যা গণনা করা হলে তা ১৬০০জনেরও কিছু বেশি ছিলো। এই ধারাবাহিকতা এরূপ সফলতার সহিত অব্যাহত ছিলো, এমনকি হযরত আবু দারদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ওফাতের পর তাঁর এক পরিশ্রমি শাগরেদ হযরত ইবনে আমের رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এই দায়িত্ব পালন করেন।

(মারেফাতুল কোরআ আল কাবার, ১/১২৫)

অনুরূপভাবে হযরত আবু মূসা আশআরী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ব্যাপারেও এসেছে যে, তিনি **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর আদেশে লাব্বাইক বলে মানুষদের কোরআন শিখানোর জন্য ইয়েমেন গমন করেছিলেন। **(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১/৩২২, নম্বর ৮৫৩)** এরপর হযরত ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর

www.dawateislami.net

খেলাফতের যুগে তাঁর আদেশে হযরত আবু মূসা আশআরী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বসরা গিয়ে কোরআন ও সুন্নাত শিখানোতে লিপ্ত ছিলেন। (দারামী, ভূমিকা, ১/১৪৯, হাদীস ৫৬০) হযরত আবু রাজা উতারাদী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: হযরত আবু মূসা আশআরী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বসরার ঐ মসজিদে আমাদের নিকট (কোরআনে পাক শিখানোর) হালকায় আগমন করতেন। আমি তখন থেকেই তাঁকে দেখে আসছি যে, তিনি দু'টি সাদা চাদর পরিধান করে কোরআনে করীম পড়াতেন। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১/৩২২, নম্বর ৮৫৪)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত ঘটনাবলী থেকে আমরা কয়েকটি বিষয় শিখতে পারি:

(১) যখন কাউকে কোন যিম্মাদারী দেয়া হয় তখন প্রথমে তাকে প্রশিক্ষণও দিন, যাতে কম সময়ে ভাল ফলাফল প্রকাশ পায়, যেমনটি আমীরুল মুমিনিন হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সাহাবায়ে কিরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان কে কোরআনে পাক শিখানোর জন্য প্রেরণ করার পূর্বে দ্রুত ও উত্তম ফলাফল অর্জনের জন্য তাদের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন।

(২) মুসলমানকে সুন্নাত অনুযায়ী নামায পড়ানো সাহাবায়ে কিরামের عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان প্রিয় সুন্নাত। اَلۡحَمۡدُلِلّٰہ আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র বিভাগ খুদ্দামুল মাসাজিদ ও মাদারিসের অধিনে অসংখ্য মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যাতে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাথে সম্পৃক্ত অসংখ্য আশিকানে রাসূল ইমামতির দায়িত্ব পালন করে মুসলমানকে সুন্নাত অনুযায়ী নামায পড়ানোতে লিপ্ত রয়েছে, অতএব যদি কোন ইসলামী ভাইয়ের মাঝে ইমামতির সক্ষমতা ও শর্তাবলী পাওয়া যায়

www.dawateislami.net

তবে তার ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে ইমামতির সৌভাগ্য অর্জন করা উচিৎ। اَلْحَمْدُ لِلّٰه হাদীসে মুবারাকায় ইমামতির ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে। আসুন! উৎসাহ গ্রহণার্থে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী শ্রবণ করি:

ইমামতির ফযীলত

(১) ইরশাদ করেন: আমি জান্নাতে গেলাম, তাতে মুক্তার গম্বুজ দেখলাম, এর মাটি মুশকের। জিজ্ঞাসা করলাম: হে জিব্রাঈল! এটা কার জন্য? আরয করলো: আপনার উম্মতের মুয়াজ্জিন ও ইমামদের জন্য।

(জামেয়ে সগীর, ২৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস ৪১৭৯)

(২) ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের আযান ঈমানের ভিত্তিতে সাওয়াবের নিয়্যতে দিলো, তার যে গুনাহ পূর্বে হয়েছে, তা ক্ষমা হয়ে যাবে আর যে ঈমানের ভিত্তিতে সাওয়াবের জন্য নিজের সাথীদের পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে ইমামতি করলো, তার গুনাহ যা পূর্বে হয়েছিলো তা ক্ষমা করে দেয়া হবে। **(সুনানে কুবরা লিল বায়হাকী, ১/৬৩৬, হাদীস ২০৩৯)**

ইমামতির মাসআলা ও শর্তাবলী জানার জন্য **বাহারে শরীয়ত, ১ম** খন্ড, ৩য় অংশের ৫৬০-৫৭৪ পৃষ্ঠা অধ্যয়ন করে নিন। আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র **"মাদানী কোর্স বিভাগ"** এর অধিনে **১২৬** দিনের ইমামত কোর্সও করানো হয়। এই কোর্স সম্পর্কে জানার জন্য মাদানী কোর্স বিভাগের যিম্মাদারদের সাথে যোগাযোগ করুন।

সাহাবায়ে কিরামগণ দ্বীন ও কোরআনের শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে সর্বদা সকল প্রকার কুরবানি দেয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতেন। কিন্তু

www.dawateislami.net

আফসোস! এখন দ্বীনের জন্য কুরবানি দেয়ার প্রেরণা একেবারেই কমে যাচ্ছে, আমাদের মধ্যে অনেকে এমনও রয়েছে, যারা বিশুদ্ধভাবে কোরআনে করীম পাঠ করতে পারে কিন্তু আহ! অপরকে পড়ানোর কথা বললে তখন ব্যস্ততা প্রতিবন্ধক হয়ে যা। ঐ মনিষীরা তো অন্য দেশ এবং শহরের সফর করেও কোরআনে করীম শিখানোর জন্য গমন করতেন, কিন্তু আমরা নিজের এলাকার নিকটস্ত মসজিদে হওয়া প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় কয়েক মিনিটও দেয়ার জন্য প্রস্তুত নই! আমাদের ঘর, গলি, মহল্লা, দোকান, ফ্যাক্টরী এবং প্রতিষ্ঠানে অনেক এমন লোকও রয়েছে যারা দেখে দেখেও কোরআনে করীম পড়তে জানে না, এমনিতে তো অসংখ্য লোক বিশুদ্ধ কায়দা ও মাখারিজ সহকারে কোরআনে করীম পড়তে জানে না, অতএব অলসতাকে তাড়িয়ে দিন, হিম্মত করুন! মুসলমানের কল্যাণকামনার প্রেরণা সৃষ্টি করুন এবং তাদেরকেও কোরআনে করীম শিখানোর জন্য বদ্ধপরিকর হয়ে যান। সম্পূর্ণ কোরআনে পাক কাউকে পড়ানো এবং শিখানোর প্রতিদান ও সাওয়াবের কথা কি আর বলবো? এক আয়াতও যদি কাউকে শিখানো হয় তবে এরও অতুলনীয় প্রতিদান ও সাওয়াব রয়েছে। আসুন! এব্যাপারে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চারটি বাণী শুনি:

কোরআনে পাক শিখানোর সাওয়াব

(১) ইরশাদ হচ্ছে: যে ব্যক্তি কোরআনে করীমের একটি আয়াত বা দ্বীনের কোন সুন্নাত শিখায়, কিয়ামতের দিন দয়ালু **আল্লাহ** তার জন্য এমন সাওয়াব প্রস্তুত করবেন যে, এর চেয়ে উত্তম সাওয়াব কারো জন্যই হবে না। **(জামউল জাওয়ামে, ৭/২০৯, হাদীস ২২৪৫৪)**

www.dawateislami.net

(২) ইরশাদ হচ্ছে: যে ব্যক্তি কোরআনে করীমের একটি আয়াত শিখালো, তার জন্য শিক্ষা গ্রহণকারীর দ্বীগুণ (Double) সাওয়াব রয়েছে। (জমউল জাওয়ামে, ৭/২০৯, হাদীস ২২৪৫৫)

(৩) ইরশাদ হচ্ছে: যে ব্যক্তি কোরআনে করীমের একটি আয়াত শিখালো যতক্ষণ সেই আয়াত তিলাওয়াত হতে থাকবে তার জন্য সাওয়াবে জারিয়া হতে থাকবে। (জমউল জাওয়ামেয়ে, ৭/২০৯, হাদীস ২২৪৫৬)

(৪) ইরশাদ হচ্ছে: যে ব্যক্তি কোরআনে পাক শিখলো এবং শিখালো আর যে কিছু কোরআনে পাকে রয়েছে তার উপর আমল করলো, কোরআন শরীফ তার শাফাআত করবে এবং জান্নাতে নিয়ে যাবে।

(তারিখে ইবনে আসাকির, ৪১/৩, নম্বর ৪৭৩৪)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত হাদীসে মুবারাকায় যেমনিভাবে কোরআনে করীম শিখা ও শিখানোর শান উল্লেখ হয়েছে, তেমনিভাবে এই পয়েন্টও সামনে আসলো যে, কোরআনে করীম শিখা ও শিখানোর পাশাপাশি এর উপর আমল করাও জরুরী। সাধারণত কিছু লোক কোরআনে করীম শিখা ও শিখানো সৌভাগ্য অর্জন করাতে সফল হয়ে যায়, কিন্তু কোরআনী শিক্ষার উপর তার আমল হয়না। কোরআনে করীমের বিধানাবলী উপর আমল না করাতে কি কি ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়, আসুন! শুনি:

তাফসীরে সীরাতুল জিনানে রয়েছে; যার সারাংশ কিছুটা এমন: আফসোস! বর্তমান যুগে কোরআনে করীমের উপর আমলের ক্ষেত্রে মুসলমানের অবস্থা খুবই খারাপ, আজ মুসলমানরা এই কিতাবটি প্রতিদিন তিলাওয়াত করার পরিবর্তে তা ঘরে জুযদান ও গীলাফের সৌন্দর্য বানিয়ে

www.dawateislami.net

এবং দোকানে ব্যবসার বরকতের জন্য রাখা হয়ে থাকে। তিলাওয়াত কারীরাও তা বিশুদ্ধভাবে তিলাওয়াত করেনা আর এটা বুঝার চেষ্টাও করে না যে, **দয়ালু আল্লাহ** এই কিতাবে কি কি ইরশাদ করেছেন। ইতিহাস সাক্ষী যে, যতক্ষণ মুসলমানরা এই পবিত্র কিতাব বুকের সাথে লাগিয়ে আপন মনে করেছে এবং এর বিধান ও আহকামের প্রতি কঠোরভাবে আমল করেছে, ততক্ষণ সারা দুনিয়ায় তাদের খ্যাতির ঢঙ্কা বেজেছে আর অন্যান্যদের অন্তর মুসলমানের নাম শুনে কাঁপতো এবং যখন থেকেই মুসলমানরা কোরআনে করীমের আহকামের উপর আমল করা ছেড়ে দিয়েছে তখন থেকেই তারা সারা দুনিয়ায় অপমান ও অপদস্ত এবং অন্যদের মুখাপেক্ষী হয়েই রইলো।

কোরআনে করীমের আহকামের উপর আমল করার দুনিয়াবী ক্ষতি তো আছেই, পরকালীন ক্ষতিও খুবই কঠিন।

কোরআনের আহকামের উপর আমল না করার পরকালীন ক্ষতি

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত; **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: কোরআন হলো শাফায়াতকারী এবং এর শাফায়াত গ্রহণযোগ্য, যে ব্যক্তি (এর আহকামের উপর আমল করে) তা নিজের সামনে রাখলো, তবে সে তাকে ধরে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাবে এবং যে ব্যক্তি (এর আহকামের বিরুদ্ধাচারণ করে) একে নিজের পেছনে রাখলো তবে সে তাকে তাড়িয়ে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাবে। **(মু'জামু কবীর, ১০/১৯৮, হাদীস ১০৫০। সীরাতুল জিনান, ৮ম পারা, সূরা আনআম, ১৫৫ নং আয়াতের পাদটিকা, ৩/২৪৭)**

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب!　　صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাধারণত বর্তমানে দুনিয়াবী জ্ঞান ও কলা কৌশল শিখা ও শিখানোর প্রচলন প্রবল আকার ধারণ করছে। চারিদিকে এরই গ্রহণযোগ্যতা হচ্ছে, বিভিন্ন ভাষায় দক্ষতা অর্জনের জন্য লাগাতার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে, অনেকে মাঝে মাঝে বিভিন্ন কম্পিউটার কোর্স করতে থাকে, ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স করতে থাকে, বিভিন্ন জ্ঞান ও কলা কৌশলের ডিগ্রি সংগ্রহ করে থাকে, এই সকল কাজের জন্য মোটা অংকের ফি দিয়ে থাকে, কম্পিউটার ও ভারী মেশিনারিজ ইত্যাদি সম্পর্কে পেঁচানো সমস্যার সমাধান করাতে মাস্টার হয়ে থাকে, ইংরেজী এমনভাবে বলে যে, অন্যকে শিখিয়ে দেয় ইত্যাদি। কিন্তু আফসোস! ঐ কোরআনে করীম যা শিক্ষা অর্জনকারী সম্পর্কে বুখারী শরীফে একটি হাদীসে পাক রয়েছে: خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَه অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে উত্তম হলো সেই, যে কোরআনে করীম শিখে এবং শিখায়। (বুখারী, ৩/৪১০, হাদীস ৫০২৭) যেই কোরআন শিখার জন্য সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এবং বুযুর্গানে দ্বীনরা رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن দিনরাত চেষ্টা করতে থাকতেন, সেই কোরআনে করীম শিখার জন্য বর্তমানকার মুসলমানদের উদাসীন দেখা যাচ্ছে।

মনে রাখবেন! দুনিয়াবী জ্ঞান শিখা ফরয বা ওয়াজিব নয় তবে বিশুদ্ধভাবে কায়দা ও মাখারিজ সহকারে কোরআনে করীম শিখা খুবই জরুরী।

কতটুকু তাজবীদ শিখা ফরয?

আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: নিঃসন্দেহে এতটুকু তাজবীদ শিখা ফরয, যাদ্বারা হরফ বিশুদ্ধ হয় (অর্থাৎ তাজবীদের কায়দা অনুযায়ী হরফকে

www.dawateislami.net

বিশুদ্ধ মাখারিজ দ্বারা আদায় করতে পারে) এবং ভূল পড়া থেকে বাঁচতে পারে। (ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ৬/৩৪৩)

কিন্তু আফসোস! অধিকাংশ মুসলমানের তো এখন অবস্থা এমন যে, তারা বিশুদ্ধ কায়দা ও মাখারিজ সহকারে بِسْمِ اللّٰهِ শরীফ এবং সূরা ফাতিহাও পাঠ করতে পারে না। ভাবুন তো! যদি আমরা কোরআন পাঠ করা না শিখি তবে কারা শিখবে? আমাদের নামায কিভাবে বিশুদ্ধ হবে? আমরা কোরআনে করীমের বার্তাকে কিভাবে বুঝবো? কোরআনে করীমের বরকত কিভাবে অর্জন করবো? কোরআনে করীমের গুরুত্বকে কিভাবে বুঝবো? আমাদের অন্তরের কালো দাগ কিভাবে দূর হবে? কোরআনে করীমের আহকামের উপর কিভাবে আমল করতে পারবো? আমাদের পরিবার, আমাদের সন্তান সন্ততি কিভাবে কোরআনে করীমের শিক্ষা অর্জন করবে? আমাদের অন্তরের শূন্যতা কিভাবে দূর হবে? আমাদের ঘর, দোকান এবং কারখানা ইত্যাদিতে বরকত কিভাবে অবতীর্ণ হবে? অথচ পূর্বের তুলনায় বর্তমানে কোরআনে করীম শিখা খুবই সহজ হয়ে যাচ্ছে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী** উম্মতের সহজতা এবং প্রত্যেক বয়সীদের জন্য কোরআনে করীম শিখার ব্যাপারে কয়েকটি বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেছে, এর মধ্যে ব্যবসায়ী ব্যক্তিদের ব্যস্ততার প্রতিও দৃষ্টিপাত করা হয়েছে, যাতে প্রত্যেক লোক নিজের সুবিধা অনুযায়ী সহজেই কোরআনে করীম শিখতে পারে, যেমন ধরুন কারো এলাকায় কোরআনে করীম শিখার কোনরূপ সুবিধা নেই, তাদের জন্যও ঘরে বসেই কোরআনে করীম শিখার জন্য আলাদা বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। নিঃসন্দেহে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র এটি মাহবুবের উম্মতের প্রতি অনেক বড় দয়া। আসুন! জানার জন্য দু'টি বিভাগের পরিচিতি শুনি।

www.dawateislami.net

(১) ফয়যানে অনলাইন একাডেমী

ফয়যানে অনলাইন একাডেমীতে কারী সাহেবগণ শিশু ও বড়দেরকে ইন্টারনেটের মাধ্যমে কোরআনে পাক পড়ান, শুনেন, শিখান এবং দোয়া মুখস্ত করান। اَلْحَمْدُ لِلّٰه দুনিয়ার অনেক দেশে ছাত্ররা পুরুষ টিচার থেকে আর ছাত্রীরা লেডিস টিচার থেকে ইন্টারনেটের মাধ্যমে কোরআনে করীমের শিক্ষা অর্জন করছে।

(২) প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা

প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনার সময়সীয় শুধুমাত্র ৪৫ মিনিট, এতে ইসলামী ভাইদেরকে বিশুদ্ধ মাখারিজ সহকারে কোরআন পড়ানো হয়, নামায, সুন্নাত এবং দোয়াও মুখস্ত করানো হয়। اَلْحَمْدُ لِلّٰه অনেক মসজিদ, মার্কেট এবং ঘরেও দৈনিক ভিত্তিতে প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা তার বরকত ছড়িয়ে যাচ্ছে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা কোরআনে করীম শিখা ও শিখানোর ব্যাপারে শুনছিলাম। সাধারণত অনেককে দেখা গেছে যে, তারা কোরআনে করীম পড়তে তো পারে কিন্তু আফসোস! এর তিলাওয়াতের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত থাকে। গিলাফ ও জুযদানে মুড়িয়ে কোন উচ্চ স্থানে বা আলমারিতে বরকতের জন্য রেখে দেয়, সপ্তাহ, মাস বরং বছর অতিবাহিত হয়ে যায় কিন্তু কোরআনে করীম খোলার তৌফিক নসীব হয়না, এভাবেই অনেক হাফিযে কিরামও পুরো বছর কোরআনে করীম পুনরাবৃত্তি করে না, যদিও কেউ উৎসাহ প্রদান করে তবে বলে: ভাই আমি তো মাথা চুলকানোরও সুযোগ পাইনা আর আপনি কোরআনে পাক পাঠ

করার কথা বলছেন! অফিস থেকে দেরীতে আসি, ক্ষুধাও প্রচন্ড থাকে, অতএব ক্লান্তি ও ক্ষুধার কারণে কোরআনে পাক পাঠ করার শক্তি থাকে না, ব্যবসায়িক ব্যস্ততায় প্রাণে বাঁচি না, কোরআনে পাক পাঠ করার সময় ঘুম চলে আসে, বাচ্চারা পড়তে দেয় না, অমুক অমুক ব্যস্ততাও রয়েছে ইত্যাদি। মোটকথা এরূপ বিভিন্ন বাহানার মাধ্যমে কোরআনের তিলাওয়াত করা থেকে পালিয়ে বেড়ায়। আমরা কিরূপ মুসলমান যে, যারা প্রতিদিন কোরআনে করীম এক রুকু বা কমপক্ষে তিন আয়াত কানযুল ঈমান ও তাফসীরে সীরাতুল জিনানসহ পাঠ করতে পারেনা? অথচ ৭২টি নেক আমলের মধ্যে একটি নেক আমল এটাও রয়েছে: আপনি কি আজ কানযুল ঈমান ও খাযায়িনুল ইরফান বা নুরুল ইরফান থেকে **কমপক্ষে তিন আয়াত** অনুবাদ ও তাফসীর সহকারে পড়ে বা শুনে নিয়েছেন? অথবা সীরাতুল জিনান থেকে প্রায় দুই পৃষ্ঠা পড়ে বা শুনে নিয়েছেন?

ভাবুন তো! খবরের কাগজ পাঠ করার জন্য, বন্ধুদের জন্য, হোটেল এবং চৌরাস্তায় বসার জন্য এবং ঘুরাফেরা করা ইত্যাদির জন্য আমাদের নিকট সময় রয়েছে কিন্তু আহ! **আল্লাহ পাকের** পবিত্র কালামকে দেখা, শুনা এবং এর তিলাওয়াত করার জন্য আমাদের নিকট সময় নেই! তিরমিযী শরীফের হাদীসে পাকে কোরআনে করীম শিখে এর তিলাওয়াত করা ও না করার উদাহরণ কিভাবে বর্ণনা হয়েছে আসুন! শুনি:

তিলাওয়াত করা ও না করা ব্যক্তিদের উদাহরণ

সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: কোরআনে পাক শিখো এবং এর তিলাওয়াত করো, কেননা কোরআনে পাক এরূপ ব্যক্তির জন্য কস্তুরিপূর্ণ ঐ থলের ন্যায়, যার

www.dawateislami.net

সুগন্ধ চারিদিকে সুবাশিত করে, যে একে শিখে, অতঃপর এর তিলাওয়াত করে এবং একে নামাযে পাঠ করে আর যে ব্যক্তি কোরআনে পাক শিখে কিন্তু তিলাওয়াত করে না তবে তার উদাহরণ কস্তুরির ঐ থলের ন্যায়, যার মুখ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। (তিরমিযী, ৪/৪০১, হাদীস ২৮৮৫)

যাই হোক! আমাদের উচিৎ যে, আমরা অহেতুক কাজ থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিই, অলসতা ছেড়ে দিই এবং কোরআনে করীমের সাথে সম্পর্ক গড়ে নিই। اَلْحَمْدُ لِلّٰه কোরআনে করীমের তিলাওয়াতকারীর কথা কিইবা বলবো যে, কোরআনে করীমে তাদের প্রশংসা ও গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে।

কোরআনে, তিলাওয়াতকারীদের প্রশংসা

১ম পারা সূরা বাকারার ১২১নং আয়াতে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

اَلَّذِیْنَ اٰتَیْنٰهُمُ الْكِتٰبَ یَتْلُوْنَهٗ حَقَّ تِلَاوَتِهٖؕ اُولٰٓىٕكَ یُؤْمِنُوْنَ بِهٖؕ وَ مَنْ یَّكْفُرْ بِهٖ فَاُولٰٓىٕكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ(۱۲۱)

(পারা ১, সূরা বাকারা, আয়াত ১২১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা যেমনি উচিত, তা পাঠ করে। তারাই তার উপর ঈমান রাখে আর যারা এটাকে অস্বীকার করে তারাই ক্ষতিগ্রস্থ ।

হযরত কাতাদাহ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত: এই আয়াতে করীমা (اُولٰٓىٕكَ یُؤْمِنُوْنَ بِهٖؕ) (পারা ১, বাকারা, ১২১) (**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** তারাই তার উপর ঈমান রাখে) দ্বারা উদ্দেশ্য হলো **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ঐসকল সাহাবীগণ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمْ, যাঁরা **আল্লাহ পাকের** আয়াতের উপর ঈমান এনেছে এবং তা সত্যয়ন করেছে। (তাফসীরে দুররে মনসুর, ১ম পারা, বাকারা, ১২১নং আয়াতের পাদটিকা, ১/২৭৩) জানতে পারলাম! কোরআনে পাকের তিলাওয়াত করা, ঈমানদারদেরই অংশ এবং তাঁদেরই বিশেষত্ব। অনুরূপভাবে হাদীসে

www.dawateislami.net

মুবারাকায়ও কোরআনে করীমের তিলাওয়াতের অসংখ্য ফযীলত বিদ্যমান রয়েছে। আসুন! কোরআন তিলাওয়াতের ফযীলত সম্বলিত **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চারটি বাণী শ্রবণ করি।

তিলাওয়াতের ফযীলত

(১) ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি কিতাবুল্লাহর একটি হরফ পাঠ করবে, সে একটি নেকী লাভ করবে যা দশটি নেকীর সমান হবে। আমি এটা বলছি না যে, الٓمٓ একটি হরফ, বরং 'ا' একটি হরফ, 'ل' একটি হরফ এবং 'م' এটি হরফ।" (তিরমিযী, ৪/৪১৭, হাদীস ২৯১৯)

(২) ইরশাদ করেন: নিশ্চয় মানুষের মধ্যে কিছু লোক **আল্লাহ** ওয়ালা। সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! তারা কারা? ইরশাদ করলেন: কোরআনে করীম পাঠকারী, এরাই **আল্লাহ** ওয়ালা এবং বিশেষ ব্যক্তিদের অন্তর্ভূক্ত।

(ইবনে মাজাহ, ১/১৪০, হাদীস ২১৫)

(৩) ইরশাদ করেন: অন্তরেরও জং লাগে, যেমনিভাবে লোহার জং লেগে যায়। আরয করা হলো: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! তা পরিষ্কার কোন জিনিস দ্বারা হবে? ইরশাদ করলেন: কোরআনের তিলাওয়াত এবং মৃত্যুর স্মরণের মাধ্যমে। (শুয়াবুল ঈমান, ২/৩৫৩, হাদীস ২০১৪)

(৪) ইরশাদ করেন: গায়িকা বাঁদীর মালিক যত মনযোগ দিয়ে তাকে শুনে, **আল্লাহ পাক** এরচেয়েও বেশি মনযোগ কোরআন পাঠকারীর প্রতি দিয়ে থাকেন। (ইবনে মাজাহ, ২/১৩১, হাদীস ১৩৪০)

سُبْحٰنَ الله! আপনারা শুনলেন যে, কোরআন তিলাওয়াতকারীর ফযীলত কোরআনে করীম ও হাদীসে মুবারাকায় বর্ণিত হয়েছে, অতএব

www.dawateislami.net

এবার তো আমাদের অভ্যাসকে পরিবর্তন করা উচিৎ, কোরআনে করীমকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরা উচিৎ, প্রতিদিন কিছু না কিছু তিলাওয়াতের অভ্যাস বানিয়ে নেয়ার দৃঢ় ইচ্ছা ব্যক্ত করে নেয়া উচিৎ এবং **আল্লাহ** ওয়ালাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলা উচিৎ। اَلْحَمْدُلِلّٰه **আল্লাহ** ওয়ালাদের শান হলো যে, তাঁরা হাজারো ব্যস্ততার পরও এতবেশি কোরআনে পাকের তিলাওয়াত করতেন যে, তা শুনে আশ্চার্য হয়ে যেতে হয়। আসুন! উৎসাহ গ্রহণার্থে কয়েকজন বুযুর্গানে দ্বীনের رَحِمَهُمُ اللّٰهُ الْمُبِيْن ঘটনা শুনি।

ইমামে আযম প্রতিদিন কোরআন খতম করতেন

ইমামে আযম আবু হানিফা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ত্রিশ বছর পর্যন্ত এক রাকাতে সম্পূর্ণ (Complet) কোরআন শরীফ পাঠ করতে থাকেন। তিনি ইশার অযু দ্বারা ফজরের নামায চল্লিশ বছর পর্যন্ত আদায় করেন।

(আল খাইরাতুল হিসান, ১১৭ পৃষ্ঠা)

ইমাম মালিকের তিলাওয়াতের আধিক্য

হযরত খালিদ বিন নাযার বর্ণনা করেন: আমি ইমাম মালিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর চেয়ে বেশি কিতাবুল্লাহর পাঠকারী দেখিনি। তাঁর বোন থেকে জিজ্ঞাসা করা হলো: ইমাম মালিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ঘরে কি ব্যস্ততা ছিলো? বললেন: اَلْمُصْحَفُ وَالتِّلَاوَةُ অর্থাৎ কোরআনে করীম এবং তিলাওয়াত। **(তাহযীকুল আসমাউল লুগাত, ২/৩৮৫)**

ইমাম শাফেয়ীর তিলাওয়াতের আধিক্য

হযরত রবীই বিন সুলাইমান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: প্রতি মাসে (Every Month) ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ত্রিশবার এবং রমযানুল

মুবারক মাসে ৬০বার কোরআন খতম করতেন। আর তা তারাবীর খতম ব্যতীত ছিলো। (মানাকিবিল ইমাম শাফেয়ী লি ইবনে কাসীর, ২১১ পৃষ্ঠা)

ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের তিলাওয়াতের আধিক্য

ইমাম শা'রানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ প্রতি দিন এবং রাতে এক খতম কোরআন পাঠ করতেন এবং তা মানুষের নিকট থেকে গোপন রাখতেন। (তাবকাতে কুবরা লিল শা'রানী, ১/৭৮)

গাউসে পাকের তিলাওয়াতের আধিক্য

হুযুরে গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ পনের বছর পর্যন্ত প্রতিদিন রাতে একবার কোরআনে পাক খতম করতেন। (বাহজাতুল আসরার, ১১৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আশিকানে আউলিয়া! আপনারা শুনলেন যে, আমাদের বুযুর্গনের দ্বীনদের رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن কোরআনে করীমের প্রতি কিরূপ আকর্ষণ ছিলো। কোরআনে পাকের তিলাওয়াত তাঁদের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ শখ ছিলো। প্রতিদিন কোরআনের তিলাওয়াত করা তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ অভ্যাস ছিলো। কোরআনের তিলাওয়াত তাঁদের রূহানী খাবার ছিলো। শারীরিক খাবার ছেড়ে দেয়া তাঁদের মঞ্জুর ছিলো কিন্তু তিলাওয়াতের মাধ্যমে অর্জিত রূহানী খাবার বর্জন করা মঞ্জুর ছিলো না। মোটকথা কোরআনে পাকের সাথে তাঁদের রূহানী সম্পর্ক এমন দৃঢ় ছিলো, যা প্রবল ব্যস্ততার পরও অবশিষ্ট ছিলো। অতএব আমাদের উচিৎ যে, শুধু আমরা নিজেরাই কোরআনের তিলাওয়াতের বরকত অর্জন করবো না বরং আমাদের সন্তানদেরও মাদরাসাতুল মদীনায় ভর্তি করিয়ে তাদেরও কোরআনে তিলাওয়াতের প্রেমিক বানাবো।

www.dawateislami.net

কোরআন তিলাওয়াতের ফযীলতের ব্যাপারে আরো তথ্য (Information) জানার জন্য আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর **"তিলাওয়াতের ফযীলত"** পুস্তিকাটি অধ্যয়ন করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

জানাযার আদব

হে আশিকানে রাসূল! আসুন! শায়েখে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর পুস্তিকা **"মৃত ব্যক্তির অনুশোচনা"** থেকে জানাযার আদব সম্পর্কে শুনি। প্রথমেই **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী শ্রবণ করি: (১) যখন কোন জান্নাতী ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে তখন **আল্লাহ পাক** ঐ সমস্ত লোকদের শাস্তি দিতে লজ্জাবোধ করেন যারা তার জানাযা নিয়ে চলে, যারা এর পেছনে চলে এবং যারা তার জানাযার নামায আদায় করে। (মুসনাদিল ফিরদাউস, ১/২৮২, হাদীস ১১০৮) (২) মুমিন বান্দার মৃত্যুর পর সর্বপ্রথম পুরস্কার হলো যে, তার জানাযায় অংশগ্রহণকারী সকলকে ক্ষমা করে দেয়া হবে। (মুসনাদুল বাযযার, ১১/৮৯, হাদীস ৪৭৯৬) ✯ জানাযায় **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি, ফরয আদায়, মৃত ব্যক্তি ও তার আত্মীয়-স্বজনের অন্তর খুশী করা ইত্যাদি ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে অংশগ্রহণ করা উচিৎ।

ঘোষণা

জানাযার অবশিষ্ট আদব তারবিয়্যতি হালকায় বর্ণনা করা হবে, সুতরাং তা জানতে তারবিয়্যতি হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহণ করুন।

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ
الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।"

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াবঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াতঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।" (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَا هُوَ اَهْلُهٗ

www.dawateislami.net

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।" **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)**

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ الۡحَلِیۡمُ الۡکَرِیۡمُ سُبۡحَانَ اللّٰہِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبۡعِ وَرَبِّ الۡعَرۡشِ الۡعَظِیۡم

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم**:** যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। **(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)**

www.dawateislami.net